Department of
Mechanical Engineering

Mechatrix

FESTIVAL EDITION

NOVEMBER ISSUE

Presented by অযান্ত্রিক

FROM THE COORDINATOR'S DESK

As the present Gregorian calendar 2022 gets set to draw down its curtains, and the month of November heralds the advent of the winter ahead, the creative minds of Team "AJANTRIK" have come up with a Year-ending edition of "MECHATRIX". In addition to the usual sections 'Whispers in the wind', where imagination meets the sky, 'Unheard Voices', where stories are penned through the lens, and 'C/o Canvas', where splashes of color and creative contours of pen graffiti vents out innate passions of the creative mind, we have added the Section titled 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'. We leave the readers to explore and appreciate the contents of this Section in particular, and the present Edition in general, and post their feedbacks on:

TheOjantrikTeam@gmail.com

Once again, I express my ardent admiration for the efforts that the student-contributors and editors of "অযান্ত্রিক" have put in to make this issue hit the stands.

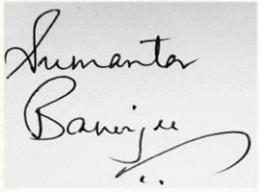

(Faculty Coordinator)

TEAM "AJANTRIK"

Contents

- Whispers in the wind
  Where imagintion meets the sky
- Unheard Voices
  Stories written through lens
- C/o Canvas
  Colouring your thoughts
- হাত বাড়ালেই বন্ধু

Whispers In
The Wind

ঝরা পাতা

উড়িয়ে ধ্বজা চিতিয়ে বুক
মেখেছিল সে এক হারিয়ে যাওয়া -
শরতের ভোরের আলো ,
কাশের ঝাড়ে পেয়েছিলো সে মুক্তির ডাক।

কিন্তু হায় রে এ কপাল লিখন ,
সেই দিনের শেষের ওই ঝড়ের
কোলে ঝরে পরে হারিয়ে যে গেলো
দামাল কিছু বটবৃক্ষের পাতা।

এক পশলা বৃষ্টির কোলে চড়ে,
চলে সে যায় নাম না জানা এক দ্বীপে ,
হঠাৎ কালো মেঘে উড়িয়ে দিয়ে আশা -
ভেঙে দেয় একরত্তি ভালোবাসা।

অজানা দ্বীপে পরে সে রয় -
হারিয়ে তার ছিন্নমূল ,
জানে সে গেছে অনেক দূরে
পারবে না ফিরতে মায়ের কোলে।

এমনি দিন যায় রাত যায় বছর যায় ঘুরে ,
এমনি এক পেজা তুলোর মতো আকাশে,
আসলো ভেসে শরতের শারদীয়ার ডাক,
হাতছানি দিয়ে ডাকে যে সে হাত তুলে।

আহা মায়ের ডাক যে বড় করুন,
সারা কি পারবে দিতে চোখের কোলের ওই জল,
বীর সন্তানেরা আজ খোঁজে উত্তর ,
কারাগারের ওই আঁধার আলোর মাঝে।।

-সৌপর্ণ দত্ত
ALUMNI ২০২০

वो लड़ता है, वो गिरता है
वो खड़ा रहता है, हार ना
मानता है वो

हो सर्दी, हो गरमी
चाहे हो आंखों में नमी
वो कहता है, " सब है सही "

छोड़ के अपनों को
वो यू हीं चला जाता है
यह बात सबको ना भाता है

रहता है डर उसके चाहने वालो में,
पर होते है ऐसे घर एक ही
सैकड़ों और हज़ारों में

हाँ है वो ज़िद्दी, सबसे प्यारा उसको
अपने देश की मिट्टी, पर ना है वो घमंडी

लड़ लड़ के चला जाता है वो एक समय,
हाँ गर्व है हम लोगो को उनपर हर समय ।

-Prajwal Mihir, ME 4th

অর্কপ্রভ ও মূলান্বেষণ

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে আসানসোল শহর থেকে নির্বাসনের নিমিত্ত বনভূমির কাছাকাছি। সভ্যতার দুরন্ত অগ্রসরমানতায় হেডলাইনে যখন নিরন্তর বনভূমি উচ্ছেদের দুশ্চিন্তাঘন ব্যাকুলতা মন্থর বিষের মতো গ্রাস করে সচেতন মন,নদীর অন্য পাড়ে তখন সৃষ্টি হয় ভূমিরূপ,এককালীন উদ্দীপনাময় সভ্যতার ক্রমাবসান আর এ পৃথিবী ফিরে নেয় তার আপন স্বত্বাধিকার, প্রকৃতির পুনর্শৃঙ্গার শুরু হয় সবুজ সৌন্দর্যায়নের মনমোহিনী রূপচর্চায়।

অর্কপ্রভ এ অঞ্চলে আগে আসে নি কখনও, তবু বাবা-মায়ের মুখে শুনে শুনে এ মানচিত্রে তার জন্মসূত্রাধিকার, দুধারে নবপ্রাণসিঞ্চিত বৃক্ষরাশির নবীন বিস্তারের মাঝ দিয়ে এক সরু পীচ রাস্তা ধরে সে এগিয়ে যেতে থাকে। নবজাত বনভূমির নবকিশলতার এক মোহময় আচ্ছন্নতা চারপাশে, নতুন আশ্রয়ে বন্যপ্রাণীদের সাবলীল চলাফেরা থমকে যায় ক্ষণিকের তরে, এসেছে নতুন অতিথি এক, তবু মনে হয় পুরাতন মালি এক এসেছে ফিরাতে তার আজন্মলালিত স্নেহাধিকার। বনপলাশ, শিরীষের মাঝে ওই খেশারী ক্ষেত, তার মাঝে বয়ে যায় সুবর্ণঝোড়া কলকল, ছলছল, যেখানে হইবে শেষ সৃষ্টির সে নবজাগরণ, সবুজের পুনঃসাম্রাজ্যবিস্তার। কাল্লা হসপিটাল পার হতেই এই পীচ রাস্তা ক্রমশ সরু থেকে সরুতর হতে থাকে আর ঝোপঝাড় ক্রমে ক্রমে বনভূমির ব্যাপ্তিলাভ করে। গাঢ় হয় অন্ধকার দিনকালে, চারপাশে সড়সড় কারা যেন সরে যায় রাজোত্তরাধিকারীর সহসা আগমনে। অর্কপ্রভ মনে মনে অণ্বেষণ করে শ্রুতিজাত চিন্হসকল, রাস্তার প্রথম বাঁকের ধারে পায় এক পুষ্করিণী, কাচের মত স্বচ্ছ জল, বকের সারি বিচরিছে সেথায়, মনে হয় বহুদিন মানুষের পদচিন্হ পড়ে নি এখানে। যে পীচ রাস্তা ধরে সে এগিয়ে যায়, স্বভাবত সেখানে যথেষ্ট ভয়ের উদ্রেক হওয়ার কথা, কিন্তু না জানা কোন এক কারণে অর্কের মনে হয় না কোনো ভয়ভীতির উদ্রেক, পরিবর্তে এক সাবলীল আত্মবিশ্বাস তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঘন থেকে ঘনতর বনভূমির কেন্দ্রস্থলের দিকে। নর্থঘুসিকের চানকের সেই দেওয়ালখানি আজও তার শেষ অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার ক্ষীণ শরীর নিয়ে।

অর্কপ্রভের পরিচয় কোনো সাদামাটা নয়, আমেরিকার নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সোসিওলজীর মাস্টার্স সে। দশবছর সুমনোযোগী অধ্যয়নের পর সে এখন এক কলেজের অধ্যাপক এবং আমেরিকার নাগরিক। দীর্ঘদিন একঘেয়ে ছাত্রজীবনের পর এক ব্রেক নেওয়ার বাসনা সঞ্চারিত হয় তার মনে এবং সে রওনা হয় ভারতবর্ষে তার অরিজিনের সন্ধানে। অর্কের ঠাকুরদা শান্তময়বাবু কাজ করতেন আসানসোলের কাছে গিরমিন্ট কলিয়ারীতে। খনিগর্ভের ভয়ংকর কারাগার থেকে তুলে আনতেন জীবনসংগ্রামের দূর্মূল্য রসদ। বাবা প্রশান্ত তার নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের বরফশীতল মানসিকতার ব্যতিক্রমী মানুষ। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যখন দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে ভারতে উগ্র আমেরিকান স্মার্টনেস ও ড্যাসিং পুশিং অ্যাটিটুডের তখন প্রশান্ত ছিল যেন ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড এক লক্ষণীয় চরিত্র। যথারীতি কলিয়ারী, কয়লা, যান্ত্রিকতা, সবকিছুকে পিছনে ফেলে রেখে সে হয় বাংলা সাহিত্যের এক অনুগত পথিক। কলকাতার বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলার হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট ছিল সে। অবক্ষয়িত বাঙ্গালী সমাজের নীচ মানসিকতার সংশ্পর্শ থেকে ছেলেকে দূরে রাখার জন্যই সে বারো ক্লাসের পরেই ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় সুদুর আমেরিকায়। বোধ হয় জিনগত কারণেই প্রশান্তের সাহিত্যপ্রীতি অপূর্বভাবে সঞ্চারিত হয় অর্কের মেধাবী মননে। পনেরো বছর আমেরিকায় বসবাসের পরেও সে একটানা বাংলা বললেও একটি ইংরেজি শব্দ সেখানে অনুপ্রবেশের সাহস পায় না।

এহেন অর্কপ্রভ যে ভারতে পদার্পণের পর তার শিকড়ের উৎস সন্ধানে সাবলীলভাবে একক অবলম্বনে ঠাকুরদার কর্মভূমির সন্ধানে এগিয়ে যাবে তা যথেষ্টই স্বাভাবিক। তা যাত্রাপথের সেই স্থানে, যেখানে নর্থঘুসিকের চানকের তিনফালি অবশিষ্ট প্রাচীর আজও বিশ্রম্ভালাপ করে চারিপাশের বর্ধমান গাছগাছালির সঙ্গে, অর্ক দাঁড়িয়ে যায় লুপ্তপ্রায় মানুষগুলির আজও বিরাজমান কোনো বংশধরের কন্ঠস্বরের প্রত্যাশায়। কিন্তু বৃথা সে প্রতীক্ষা, আসানসোল শহর থেকে নেই নেই করে ছ কিলোমিটার অতিক্রমের পরেও এখনো কোনো মানুষের কন্ঠস্বর অশ্রুত থেকে যায় তার কাছে। কিন্তু যে

আশাভিতের উপর দাঁড়িয়ে তার ঠাকুরদার সংগ্রামের হয় নি অবসান, তার ঠেলাতেই অর্ক আরো এগিয়ে যায় অজানা উৎসের সন্ধানে। ক্রমে সে উপস্থিত হয় আজন্মক্ষয়জয়ী সেই পুলের উপর যার তলা দিয়ে আজও সুবর্ণঝোড়া বয়ে যায় কল্ কল্, ছল্ ছল্ । এই সুবর্ণঝোড়ার আশেপাশে এই অঞ্চলে কিছু না হলেও ছসাতখানি সাঁওতালপল্লী ছিল, আজ কি তার কোনো চিন্হ নেই, মিনিট পনের সে ঘোরাফেরা করে ঝোড়ার ধার বরাবর, মনের কোণায় ভাসতে থাকে এক সুডৌলগঠনা যুবতী সাঁওতাল রমনীর রমনীয় রূপ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তার সব প্রত্যাশা বিফল হয়ে যায়।

তবু তার আশাবাদী মননের সুদৃঢ় অঙ্গীকার তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় বনভূমির অন্তমজ্জার দিকে ।একটি সরু পীচরাস্তা ধরে এগিয়ে যায় পথের শেষের পানে ।তার শ্রুতিজাত স্মৃতিশক্তি তাকে জানিয়ে দেয় তার যাত্রাপথের অন্তিমকাল আগতপ্রায় ।আশাকালকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে ধীর গতিতে এগোতে থাকে । বাবার কাছে শোনা সব গল্পকথা তাকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে আর তিনচারশো মিটার পরেই আছে এই পথের পরিসমাপ্তি।

আশাহীনতার গাঢ় কালো মেঘ যখন প্রায় ঢেকে ফেলেছে তার অন্তঃস্থলকে ঠিক সেই সময় হঠাৎ তার মনে হয়, যেন পাখিদের কলকাকলির শব্দঘনত্বের আকস্মিক বৃদ্ধিলাভ, স্বতস্ফূর্তভাবেই তার পায়ের গতি বাড়ে, কানে আসে কয়েকটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ।এক অদ্ভুত উদ্দীপনার আবেশে আক্রান্ত হয় সে।আরেকটু এগিয়ে যেতেই কানে আসে আরা-ছাপরা-বালিয়ার সেই মিশ্রিত ভোজপুরী-হিন্দি ভাষার অপূর্ব কোলাজ।একশো মিটার ব্যাসার্ধের এক ক্ষুদ্র পল্লী অদ্ভুতভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে এক ছোট্ট দ্বীপের মতো জেগে আছে এই বনভূমির মধ্যে।

পল্লীর কিছু অর্ধনগ্ন শীর্ণ কিন্তু প্রাণোচ্ছল শিশুর আকস্মিক উল্লাসের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে যায় । একসময় সাক্ষাৎ হয় এক প্রৌঢ়ার সাথে । তিনি একদম বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মিশ্র বাংলায় বলে ওঠেন, " কি রে নুনকা, তুই আবার কুথা থ্যাকে ছুটে ছুটে অ্যালি, অ্যাই হারায়ে যাওয়া মাটির টানে ? তুকে খুব চিনা চিনা লাগছে বটে" । এক অচেনা মোহময় আনন্দের বাতাবরণে ঢেকে যায় অর্ক। তারপরেই চাচী বলে ওঠে, " ইতক্ষণে চিনতে পারলম্ , তুই শান্তবাবুর নাতি বটিস্" ।

ঠাম্মি, একগ্লাস জল দিবে, তুমার হাতে জল খাওয়ার লগেই বুধহয় আমি এতদূর ছুটে আসলম্ ।

- মনোজ চ্যাটার্জী
Manoj Chatterjee, Mechanical Engineering Department

चलो अब शुरू से शुरू करते हैं

वो आपका मुस्कुराना
फिर पलकें झुकाना
फिर मुस्कुराना
फिर पलकें झुकाना

वो गुजरी शामें आज रूबरू करते हैं
चलो अब शुरू से शुरू करते हैं
वो आपका शर्माना
फिर नज़रें मिलाना
वो बिन कहे ही
सब कुछ कह जाना

वो हसीन रातें आज रूबरू करते हैं
चलो अब शुरू से शुरू करते हैं

नजदीकियां बढ़ाना
वो दिल का लगाना
फिर बिन गलती के ही
दिल तोड़कर चले जाना

वो दर्द भरी यादें आज रूबरू करते हैं
चलो अब शुरू से शुरू करते हैं

फिर किसी और पर
यही सब आजमाना
नये आशिक के साथ मिल
मेरा कत्ल कर जाना

वो इश्क वो फसाना आज रूबरू करते हैं
चलो अब शुरू से शुरू करते हैं
फिर आपका मुस्कुराना
फिर दिल का लगाना
फिर नये आशिक का भी
यही हस्र कर जाना

वो मोहब्बत दोहराना आज रूबरू करते हैं
चलो न अब शुरू से शुरू करते हैं....
चलो न अब शुरू से शुरू करते हैं....।

- Gautam Kumar
ME, 3rd Yr

শালবন

এই যে ধোঁয়াশার মেঘ
এই যে দুর্বিনীত দানবের দাপট
ছন্দহীনতার করে অকারণ জয়গান
এই যে লয়হীন আগাছার যথেচ্ছ বিকাশ
এই যে গোগ্রাসে গিলে খায় সুস্থতার অবকাশ
কুৎসিত আবর্জনার দুর্গন্ধময় বিস্তার
এই যে মুখোশ আর মুখোশের উপরে মাস্ক্
এই যে অজ্ঞানতা আর মূল্যহীন আত্মবিশ্বাস
কপট মনের আপাত দুর্জয় মনোভাব
কখনো সত্য নয় সে, ক্ষণিকের সাইক্লোন আসে
উত্তাপ ও আদ্রতার অবৈধ কোলাকুলির পর
সেই মলিন কালো মেঘ পার্থিব শেষ সত্য নয়
শালবনে দেখো তুমি লেখা আছে সে দৃঢ় প্রত্যয়|

- মনোজ চ্যাটার্জী
Department of Mechanical Engineering

স্বপ্ন লোপাট

গোটা কয়েক দেশলাই কাঠি পুড়িয়ে ,
বেকার যদি ভাবলে জীবন নিকোটিনের ধোঁয়ায় চোখ পাকিয়ে ,
গ্রীষ্মের তাপে ঘুম না আসা রাতের আকাশে
বর্ষার মেঘে ভেসে দূরের তারাদের গুনে গুনে ....
এক দুই তিন করে মাস বছর, কাটছে যদি রাত রাজপথে,
স্বপ্ন যদি করেছে লোপাট চোখ ধাঁধানো শহরের বুকে আলোর ভীড়ে, হঠাৎ যদি বাতি স্তম্ভের বাতি নিভিয়ে।
এসো তবে আগুন হও, রাত্রির বুকে তাপ বাড়ুক বিক্ষোভের মশালে ।
জনরোষের উত্তাপ জমুক ধীরে ধীরে
ঘৃণার আঁচ পৌঁছে যাবে স্বৈরাচারীর ঘরে ....

দিনেই যদি নেমেছে রাত, রাত যদি দুঃসহ হয় ,
অযোগ্যের হাতে পড়ে সময় যদি বিভীষিকাময় ,
নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার, দুঃসাহস দেখাও বারবার।

বদলে ফেলতে হবে রাস্তা, স্পর্ধা দেখাক যৌবন ,
যৌবনের দূত আঠারো নামিয়ে এনে ভয় পেয়ে নয় ভয়কে জয় করে,
ভয় ঢুকিয়ে দাও দরজায় কড়া নেড়ে স্বৈরাচারীর ঘরে।

ইস্পাত কঠিন হও, অন্ধকারে চোখের জল ফেলে নয় ,
প্রতিবাদ জানিয়ে মেঘ পাঠাও বাস্তব অভিমুখে শরতের আকাশ জুড়ে ,
গ্রাম থেকে শহর ভিজুক হেমন্তের অকাল বর্ষণে।
বজ্র নিনাদ পৌঁছে যাক স্বৈরাচারীর দুয়ারে আগল খুলে স্তাবকদের শীত ঘুম থেকে তুলে,
স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ুক পলাশে পলাশে, বিপ্লবের আগুনেই ফুটুক বসন্ত ।
স্পর্ধা ফিরুক যৌবনের, নতুন সকালের সন্ধানে অন্ধকারের বুক চিরে ..

- কৌশিক দেবনাথ
ME 4th

जो बीत गई, सो बात गई
जीवन में एक सितारा था
माना वह बेहद प्यारा था
वह डूब गया तो डूब गया
अम्बर के आनन को देखो
कितने इसके तारे टूटे
कितने इसके प्यारे छूटे
जो छूट गए फिर कहाँ मिले
पर बोलो टूटे तारों पर
कब अम्बर शोक मनाता है
जो बीत गई सो बात गई

जीवन में वह था एक कुसुम
थे उसपर नित्य निछावर तुम
वह सूख गया तो सूख गया
मधुवन की छाती को देखो
सूखी कितनी इसकी कलियाँ
मुर्झाई कितनी वल्लरियाँ
जो मुर्झाई फिर कहाँ खिली
पर बोलो सूखे फूलों पर
कब मधुवन शोर मचाता है
जो बीत गई सो बात गई

जीवन में मधु का प्याला था
तुमने तन मन दे डाला था
वह टूट गया तो टूट गया
मदिरालय का आँगन देखो
कितने प्याले हिल जाते हैं
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं
जो गिरते हैं कब उठतें हैं
पर बोलो टूटे प्यालों पर
कब मदिरालय पछताता है
जो बीत गई सो बात गई

मृदु मिटटी के हैं बने हुए
मधु घट फूटा ही करते हैं
लघु जीवन लेकर आए हैं
प्याले टूटा ही करते हैं
फिर भी मदिरालय के अन्दर
मधु के घट हैं मधु प्याले हैं
जो मादकता के मारे हैं
वे मधु लूटा ही करते हैं
वह कच्चा पीने वाला है
जिसकी ममता घट प्यालों पर
जो सच्चे मधु से जला हुआ
कब रोता है चिल्लाता है
जो बीत गई सो बात गई

- Subarna Kumari
(2017-21)

UNHEARD
VOICES

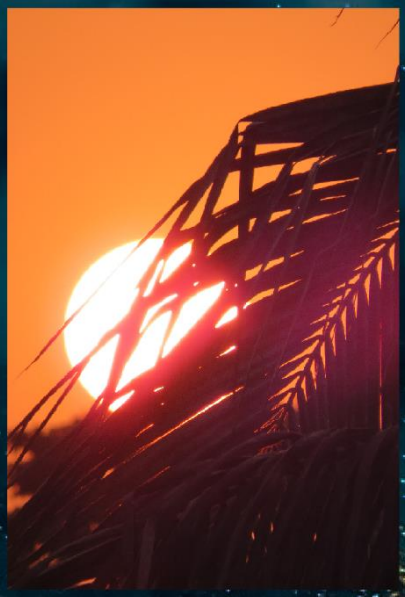

Abhraneeel Samanta, ME 2nd Yr

Sutirtho Dasgupta, ME 3rd Yr

Avinaba Kar, ME 3rd Yr

Abhigyan Nayak, ME 4th Yr

Rajat Sarkar ME 2nd Yr

Ritik Kumar Ojha, ME 4th Yr

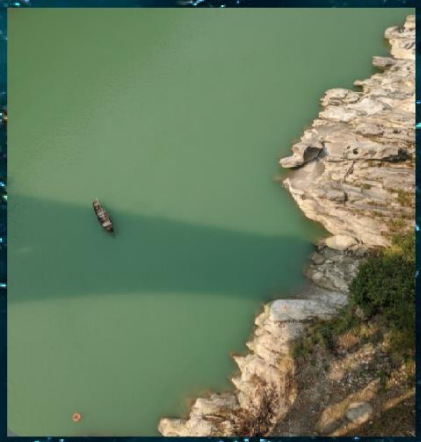

Gautam Kumar, ME 3rd Yr

Abhigyan Nayak, ME 4th Yr

Sutirtho Dasgupta, ME 3rd Yr

Abhraneeel Samanta, ME 2nd Yr

Avinaba Kar, ME 3rd Yr

Abhigyan Nayak, ME 4th Yr

Gautam Kumar, ME 3rd Yr

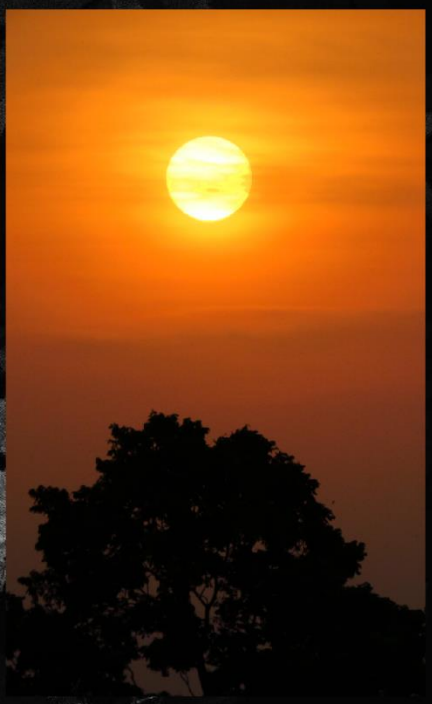

Abhraneeel Samanta, ME 2nd Yr

Ritik Kumar Ojha, ME 4th Yr

Kuber Ghosh Choudhury, ME 4th Yr

Avinaba Kar, ME 3rd Yr

Sutirtho Dasgupta, ME 3rd Yr

Sutirtho Dasgupta, ME 3rd Yr

Abhigyan Nayak, ME 4th Yr

C/O CANVAS

Avinaba Kar, ME 3rd Yr

Souparno Dutta, Alumni 2020

Chandrani Hazra, ME 3rd Yr

হাত বাড়ালেই বন্ধু

স্বাধীনতার দিনবদল

২১ শতক সর্বসেরা
প্রযুক্তিতে শীর্ষ,
যুব সমাজ শিরোমনি
উদ্ভাবনের শিষ্য।

দেশ বিদেশে জয়ধ্বনি
তিরঙ্গাতেই সর্ব,
দেশের মাটি ছাড়লে পড়ে
তবেই দেশের গর্ব।

রক্ত ঢেলে স্বাধীন করে
৭৫ এ ঠেকে ,
বিদ্যেধারী হলেই চলে
বিদেশপথে বেঁকে।

স্বাধীনতার নতুন ছবি
আঁকছে তীক্ষ্ণ চোখ
দেশে থেকেই "আমাতে
তোমার প্রকাশ পূর্ন হোক। "

দেশের যত সমস্যাতে
যুবক প্রাণই লড়ে,
প্রতিকূল এর প্রতিবাদে
"ওরা কাজ করে"।

স্বাধীনতা চিরকালীন
ভিন্ন শৃঙ্খল নেশে
স্বাধীনতার দিনবদল
দেশ থাকলে দেশে।

- শ্রেয়া ঝা

Shreva Iha.
BT Alumni 2022

:স্বাধীনতার দিন:

Sulagna Bandopadhyay, IT 2nd Yr

মাগো তোমার চরনধূলি নিয়েছি মস্তকে আজি
মাগো তোমার চোখের জলে মন হয়েছে ভারি।
তোমার বুকে জন্ম নিয়েছে কত বীর মুক্তিযোদ্ধা-
তোমাকে বাঁচাতে সঁপেছে প্রাণ,পেয়েছে শহীদের আখ্যা।
রক্ত ঝরেছে, বারংবার হয়েছে লাঞ্ছিত তোমার সন্তান,
কারাগারবন্দি রেখে করেছিলো তোমায় পরাধীন।
তুমি এলে মা শক্তিরূপে, আগুন চোখে দাঁড়িয়ে
নিশ্চিহ্ন করে দিলে দূরাচারি শাসন তোমার পায়ের নীচে।
স্বাধীনতার দিন এল, খুশির বার্তা গেল দিকে দিকে ছড়িয়ে,
মাতৃভূমি প্রাণ ফিরে পেল, স্বাধীন পথে গেল এগিয়ে।

-Pallavi Rom
CE 2nd Yr

Rupkatha Som, BT 2nd Yr

Roshni Majumdar, BT 4TH Yr

Gunjan Kumar Das, CE 3rd Yr

Soumili Sarkar, CHE 2nd Yr

Gunjan Kumar Das, CE 3rd Yr

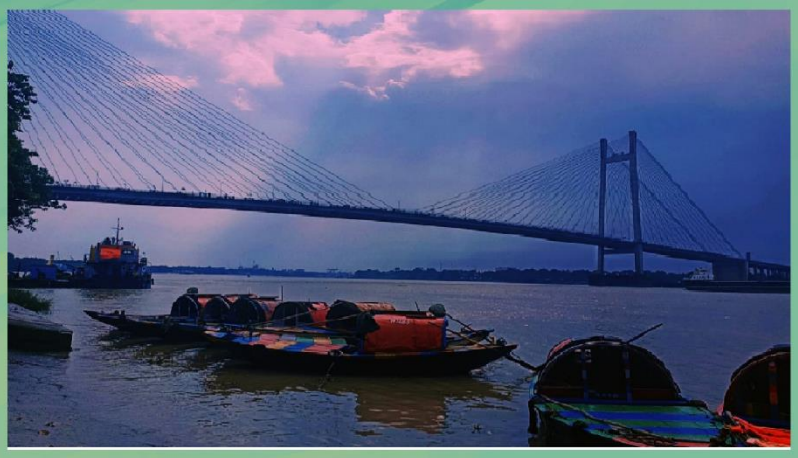

Sulagna Bandopadhyay, IT 2nd Yr

Sulagna Bandopadhyay, IT 2nd Yr

Rupkatha Som, BT 2nd Yr

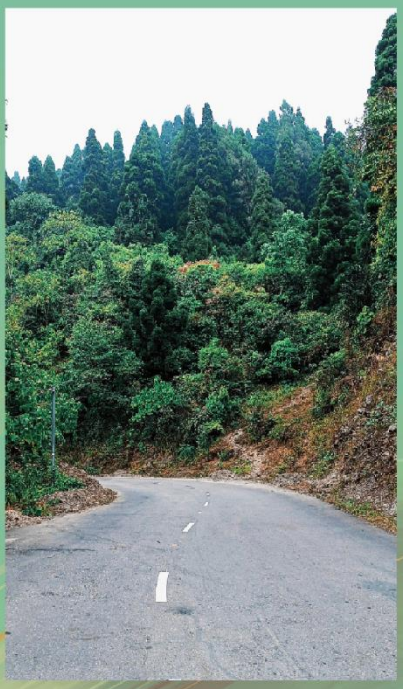

Rupkatha Som, BT 2nd Yr

Soumili Sarkar, CHE 2nd Yr

Koushiki Roy, BT 2nd Yr

Soumili Sarkar, CHE 2nd Yr

Praneet Kumar Ghosh, EE 2nd Yr

নির্দেশনায় :-

সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়

Faculty Co-ordinator of Mechatrix,
অযান্ত্রিক

সম্পাদনায় :-

কৌশিক দেবনাথ
৩য় বর্ষ

অভিজ্ঞান নায়ক
৩য় বর্ষ

উপদেষ্টা :-

সৌপর্ণ দত্ত
Alumni, ২০২০

গ্রাফিক ডিজাইন ও সংযোজন :-

অভিজ্ঞান নায়ক
৩য় বর্ষ

শঙ্খ দে
২য় বর্ষ

টিম অযান্ত্রিক :-

সৌভিক শামমল ৩য় বর্ষ
অরণ্য চৌধুরী , ৩য় বর্ষ
রিয়া মন্ডল , ৩য় বর্ষ
সাহিল মোল্লা , ২য় বর্ষ